দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 12 JUN 1997 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

শিক্ষা নীতি প্রণয়ন কমিটির সাথে সাংবাদিকদের মতবিনিময়

ধর্ম শিক্ষা ইসলাম মুসলমান ও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে কটাক্ষ ও অবমাননার তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়ন কমিটির সাথে সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভায় ধর্ম শিক্ষা, ইসলাম, মুসলমান ও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে কটাক্ষ ও অবমাননাকর বক্তব্যে রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে তীব্র ক্ষোভ-প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। প্রতিবাদকারীরা 'ধর্মদ্রোহী' ডঃ আলী আসগর, কাজী শাহেদ আহমদ ও আবদুল কাইয়ুমের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং ব্লাসফেমী আইন প্রণয়নের দাবী জানান। তাঁরা শিক্ষা নীতি প্রণয়ন কমিটি থেকে ডঃ আলীর পদত্যাগ দাবী করেন। আসগরের বহিষ্কার দাবী করেন। তাঁরা বলেন, জাতীয় শিক্ষা নীতিতে প্রয়োজনীয় ধর্ম শিক্ষা বাদ দিয়ে কোন নীতি মেনে নেয়া হবে না। তাঁরা ইসলামী শিক্ষাকে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক করার দাবী জানান।

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির মতবিনিময় সভায় কতিপয় ব্যক্তি 'ধর্ম শিক্ষার প্রয়োজন নেই ঃ যারা ধর্ম শিক্ষা করে তারাই মানুষ হত্যা করেছে, রগ কাটছে' মর্মে যে উদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন প্রখ্যাত মুফাস্‌সিরে কোরআন ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সংসদীয় গ্রুপের নেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী।

গতকাল এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণ ধর্মপ্রাণ। ধর্মই মানুষকে নীতি-নৈতিকতা শিক্ষা দিয়ে আদর্শ মানুষে পরিণত করে। দেশ, জাতিকে নৈতিকতা শিক্ষা দিয়ে সভ্যতার পথে পরিচালনার ক্ষেত্রে ধর্মের কোন বিকল্প নেই। ধর্মহীনতা মানুষকে নীতি-নৈতিকতাহীন উচ্ছৃংখল পশুতে পরিণত

১১-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে কটাক্ষ ও অবমাননায় তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করে। ধ্বংস করে সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে। ধর্ম ও নীতিহীন বস্তুবাদী সভ্যতা মানুষকে পরিণত করেছে মানুষের দাসে। সৃষ্টি করেছে সারা দুনিয়ায় অশান্তি। তারই পরিণতিতে সারা দুনিয়াব্যাপী চলছে স্বার্থপরতা, শোষণ, জুলুম, নির্যাতন। মানুষে মানুষে সৃষ্টি হয়েছে ভেদ-বৈষম্য, মানুষ মানুষের প্রভু হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই মানুষকে ধর্মহীন এক ভোগবাদী পশুতে পরিণত করার ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে কোন ধরনের ওকালতি ও সাফাই কোনক্রমেই মেনে নেয়া যায় না।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিনাবাধায় বুদ্ধিজীবী নামের কলংক কতিপয় ব্যক্তির উদ্ধত্যপূর্ণ ধর্ম বিদ্বেষী বক্তব্য এ কথাই প্রমাণ করে যে, ঐ বক্তব্যের প্রতি বর্তমান সরকারের সমর্থন রয়েছে। দেশের ধর্মপ্রাণ জনগণের উপর কোন ধর্মহীন শিক্ষানীতি চাপিয়ে দেয়ার অধিকার কারো নেই। এই ধরনের অপপ্রয়াস জনগণ কখনও মেনে নেবে না।

বিবৃতিতে মাওলানা সাঈদী দেশের জনগণের ঈমান-আকীদা ও ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে ইসলামবিরোধী বক্তব্য প্রত্যাহার করে জাতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের প্রতি আহবান জানান এবং ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে একটি বাস্তবসম্মত শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার জন্য সরকারের কাছে দাবী জানান।

তাহফিজে হারামাইন পরিষদ বাংলাদেশ-এর সভাপতি মাওলানা সাদেক আহমদ সিদ্দিকী এক বিবৃতিতে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সাথে সাংবাদিকদের এক মতবিনিময় সভায় ডঃ আলী আসগর, কাজী শাহেদ আহমদ, আবদুল কাইয়ুম প্রমুখ কর্তৃক ধর্ম শিক্ষা, মুসলমানদের অবমাননা এবং পবিত্র কোরআনের শিক্ষার প্রতি চরম কটাক্ষ ও বিষোদগারমূলক বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, ধর্ম শিক্ষার প্রতি কটাক্ষ বরদাশত করা হবে না। কেননা, ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া জাতির নৈতিকতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে ধর্মহীন মানুষ পশুর সমান। ডঃ আলী আসগর, শাহেদ আহমদ ও আবদুল কাইয়ুমরা 'ধর্ম শিক্ষার প্রয়োজন নেই' বলে দেশের ১১ কোটি মুসলমানের হৃদয়ে দারুণভাবে আঘাত দিয়েছে। তিনি বলেন, 'যারা ধর্ম শিক্ষা করে তারাই মানুষ হত্যা করছে' বলে যারা এ মনগড়া মন্তব্য করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে তারা আসলেই ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমন। বিধর্মীদের দ্বারা এদের মগজ ধোলাই হয়েছে বলে মনে হয়।

শতকরা ৯০ জন মুসলমান অধ্যুষিত এ দেশে শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে সভার সভাপতির আপত্তি সত্ত্বেও আলী আসগর প্রমুখরা ধর্ম শিক্ষা, আরবী শেখা, পবিত্র কোরআন পাঠ এমনকি 'মোহাম্মদ' নামের প্রতি চরম কটাক্ষমূলক বক্তব্য দেয়ার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। তাদের এ আচরণ অমার্জনীয় অপরাধ। মাওলানা সাদেক আহমেদ সিদ্দিকী বলেন, ডঃ আলী আসগর, কাজী শাহেদ আহমদ ও আবদুল কাইয়ুম মুসলমানদের ধর্ম, ধর্মীয় শিক্ষা ও 'মোহাম্মদ' নামের অবমাননা করে 'ধর্মদ্রোহী' সাব্যস্ত হয়েছেন। তিনি এসব ধর্মদ্রোহীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং ধর্মদ্রোহীদের শাস্তি বিধানকল্পে 'ব্লাসফেমী' ধরনের আইন প্রণয়ন করার জোর দাবী জানান। তিনি শিক্ষামন্ত্রী এএইচএসকে সাদেক-এর ইতোপূর্বেকার বক্তব্য 'কুদরত-ই-খুদা কমিশনের আলোকে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করা হবে'– এ কথার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, দেশের জনগণের জাতীয় নীতি-আদর্শের ভিত্তিতে এ শিক্ষানীতি প্রণীত হয়নি। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও ধর্মনিরপেক্ষ দর্শনের ভিত্তিতেই ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষানীতি রচিত হয়েছিল। এ কারণে দেশের শতকরা ৯০ জন মুসলমানই এ শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে চায় না। পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে। তিনি বলেন, ইসলামের দুশমনদের সতর্ক করে বলতে চাই, মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের পরিণাম শুভ হবে না।

জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের সভাপতি আলহাজ মাওলানা এসএম রুহুল আমিন, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আলহাজ মাওলানা নেছারুল হক ও অন্য নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে বলেন, বর্তমান সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে ডঃ আলী আসগর গং হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-কে সন্ত্রাসী ও ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে অবমাননাকর বক্তব্য ৯০ শতাংশ মুসলিম দেশে কোন খুঁটির জোরে পেল তা বোধগম্য নয়। সরকারী ছত্রছায়ায় থেকে তারা ইসলাম ধর্মকে হেয় করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। নেতৃবৃন্দ এই অবমাননাকর বক্তব্যের জন্য ডঃ আলী আজগর গংদের প্রকাশ্যে ফাঁসির দাবী জানান এবং শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতি এ ধরনের বক্তব্যের প্রতিবাদ না জানানোর কারণে তার পদত্যাগ দাবী করেন।

বাংলাদেশ ওলামা পরিষদের সভাপতি মাওলানা আমিনুল ইসলাম আশরাফী ও সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা হেলালী এক বিবৃতিতে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির মতবিনিময় সভায় ইসলামবিরোধী ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্য দানকারীদের জ্ঞানপাপী হিসেবে আখ্যায়িত করে বলা হয়, এ সকল নরাধমরা নিজেদের আত্মপরিচয় ভুলে গিয়ে অন্ধভাবে বিদেশী প্রভুদের পা চাটার ফলে তাদের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে।

বাংলাদেশ ধর্মীয় শিক্ষক সমিতির একসভা কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি জনাব মাওঃ মোঃ আজিজুর রহমান-এর সভাপতিত্বে গতকাল সকালে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দগণ বক্তব্য রাখেন।

সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য ডঃ আলী আসগর, আজকের কাগজ সম্পাদক কাজী শাহেদ আহমদ, ভোরের কাগজের যুগ্ম সম্পাদক আবদুল কাইয়ুম ধর্ম শিক্ষার প্রয়োজন নেই এবং ধর্ম শিক্ষার ব্যাপারে কটাক্ষ করে যে বক্তব্য রেখেছেন, বক্তাগণ তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বক্তাগণ বলেন, ধর্ম শিক্ষাকে বাদ দিয়ে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করলে জাতি তা প্রত্যাখ্যান করবে এবং তাতে সারা দেশব্যাপী যে আগুন জ্বলে উঠবে তা নেভানোর সাধ্য কারো থাকবে না। ইসলাম শিক্ষার ব্যাপারে কুচক্রী মহল যে চক্রান্ত শুরু করেছে এ দেশের তওহীদী জনতা তা কখনও সফল হতে দেবে না।